পলাশ ব্যানার্জী প্রোডাকসন্স নিবেদিত

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

প্রতিমা

চিত্রনাট্য-পরিচালনা : পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংগীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

অভিনয়

সৌমিত্র। সুমিত্রা। সন্তু। কালী। ছায়া। রবি।
অনুপ। প্রেমাংশু। সীতা। অনিল।

॥ মুক্তি আসন্ন ॥

রঞ্জিৎ মিত্র প্রযোজিত

আর, এম, প্রোডাকসন্স-এর

টুসি

কাহিনী : সমরেশ বসু

পরিচালনা : গুরু বাগচী

সংগীত : অজয় দাস

অভিনয়ে :

অনিল। সুব্রতা। দিলীপ। সোমা। অনুপ। শিবাণী। সন্তু
সুমিত্রা। পদ্মা। প্রেমাংশু। গীতা। সমর। বিপ্লব
জ্ঞানেশ। শিশির। নিরঞ্জন রায় এবং
নাম ভূমিকায় : কুমারী সোনালী

এসডি প্রিন্টার্স কলকাতা ছয় থেকে মুদ্রিত।

দীনেশ চন্দ্র দে প্রযোজিত • দীনেশ চিত্রম্-এর

দীনেশ চিত্রম্-এর চতুর্থ নিবেদন

বেহুলা লখীন্দর

সম্পূর্ণ রঙ্গীন

প্রযোজনা : দীনেশচন্দ্র দে। চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা : অমল দত্ত

সংগীত পরিচালনা : সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

চিত্রশিল্পী : সত্য রায়

প্রধান সম্পাদনা : রমেশ যোশী

সম্পাদনা : কালীপ্রসাদ রায়

শিল্পনির্দেশনা : সঞ্জীব সেন

প্রচার পরিকল্পনা : রঞ্জিৎ মিত্র

শব্দগ্রহণ :
জে. ডি. ইরানী। অনিল দাশগুপ্ত

সংগীতগ্রহণ :
সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। বলরাম বারুই

যন্ত্রসংগীত পরিচালনা : দিলীপ রায়

বাণিজ্য সচিব :
মলয় নন্দী। মদন পাঠক

কর্মাধ্যক্ষ : প্রদীপ কুমার দাস

কর্মসচিব : দেবু বন্দ্যোপাধ্যায়

স্থিরচিত্র : স্টুডিও বলাকা

পরিচয়লিখন : নিতাই বসু

শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়

ব্যবস্থাপনা :
তাপস দাস। শংকর ব্যানার্জী

রূপসজ্জা : দুর্গা চট্টোপাধ্যায়

সাজসজ্জা : নিউ স্টুডিও সাপ্লাইয়ের
তত্ত্বাবধানে—হারু দাস। অশোক বাগ

ভাস্কর : জীতেন পাল

পটশিল্পী : প্রমথ ভট্টাচার্য্য

নৃত্য পরিকল্পনা : প্রভীনকুমার (বম্বে)

ইন্দ্রপুরী স্টুডিও ও টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে গৃহীত এবং বম্বে ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ ও ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীজ প্রাঃ নিঃ-এ পরিস্ফুটিত

কণ্ঠসংগীতে : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। শ্যামল মিত্র। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য। অমর পাল
অনিতা মজুমদার। অরুন্ধতী হোমচৌধুরী

গীতিকার : অমল দত্ত। শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনা : মলয় মিত্র। মিঠু চট্টোপাধ্যায়। কুমারেশ বিশ্বাস। শঙ্কর রায়
অরুণ চক্রবর্তী॥ চিত্রগ্রহণ : বৈদ্যনাথ বসাক। বীরেন মুখার্জী
শিল্পনির্দেশ : প্রমথ ভট্টাচার্য্য। সুরথ দাস॥ প্রচার পরিকল্পনা : শান্তি দাশগুপ্ত
ব্যবস্থাপনা : বিজয় দাস॥ রূপসজ্জা : বিনু রাণা। প্রদ্যোৎ চ্যাটার্জী
নৃত্য পরিচালনা : শ্রীমতি সুনু শর্মা॥ শব্দগ্রহণ : সিদ্ধিনাথ নাগ
সৌমেন চ্যাটার্জী॥ সম্পাদনা : স্নেহাশীষ গাঙ্গুলী
দৃশ্যসজ্জা : স্বপন চক্রবর্তী। স্বপন দত্ত। সমীর মিত্র। পল্টু দাস
ইয়ং বেঙ্গল ডেকরেটর্স
আলোক সম্পাতে : প্রভাস ভট্টাচার্য্য। শম্ভু ব্যানার্জী
সুভাষ। হেমন্ত দাস। মনোরঞ্জন দত্ত
সুনীল শর্মা। ভবরঞ্জন। কাশীনাথ
দেবেন দাস। নারায়ণ চক্রবর্তী
কেশসজ্জা : পিয়ার আলি এণ্ড সন্স

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

শ্রীসুব্রত মুখার্জী (প্রাক্তন তথ্য ও বেতার মন্ত্রী)
সরোজ দে (চিত্র পরিচালক)। প্রশান্ত শূর (পৌরমন্ত্রী)
অরুণ দেব। বিনয় পাল। শংকর ঘোষ। দীপক দে
অশোককৃষ্ণ দত্ত (এম. পি)। শান্তি পাল (এস. ডি. ও)
অমল দত্ত (প্রাক্তন পুলিশ সুপার, ২৪ পরগণা)
ধীরেশ চক্রবর্তী। বীরেন্দ্র বিজয় মল্লদেব (ঝাড়গ্রাম)
মিলন পাল (ইন্দ্রধনু সিনেমা, নুঙ্গী)। বলাকা সাংস্কৃতিক চক্র
কণক চৌধুরী (বারুইপুর)। সুনীল মিত্র (বি. ডি. ও)
আনন্দ চক্রবর্তী (টেকনিসিয়ান্স স্টুডিও)
চন্দ্রশেখর ঝা (ইন্দ্রপুরী স্টুডিও)
ফলতা থানা। মহেশতলা থানা এবং সমস্ত প্রদর্শকবৃন্দ

বিশেষ কৃতজ্ঞতা :

কানাই বোস ও রঞ্জিৎ মিত্র

কাহিনী

চম্পক নগরের অধিপতি বণিক কুলশ্রেষ্ঠ চাঁদসদাগর যেমন তাঁর ধনসম্পত্তি, ঠিক তেমনি তাঁর মান-প্রতিপত্তি। দেবাদিদেব মহাদেবের প্রতি তাঁর অবিচল ভক্তি তাই তিনি অন্যান্য দেবদেবীর দিকে দৃষ্টি দেন না মোটেই। কিন্তু এদিকে মহাদেব যে ঘোষণা করেছেন চাঁদসদাগরের পূজো ছাড়া মর্ত্যভূমিতে মনসা পূজোর প্রচলন হবে না। তাই মা মনসা চাঁদের পূজোর আশায় আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করেন। কিন্তু চাঁদসদাগর পাত্তা দেন না। ফলে মা মনসা ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর ছয় ছেলের সর্পাঘাতে মৃত্যু ঘটান। চাঁদের স্ত্রী সনকা দেবী ভয়ে ভয়ে মনসা পূজোর আয়োজন করেন। কিন্তু উদ্ধত চাঁদসদাগর তাঁর হেথাল যষ্ঠীর আঘাতে মনসার ঘট ভেঙে ফেলেন। মনসা দেবীও বিপুল বিক্রমে প্রতিশোধ নিতে লেগে যান। ইন্দ্র, পবন, বরুণের সাহায্যে দুর্যোগ ডেকে চাঁদ বণিকের বাণিজ্য তরী অথৈ জলে ডুবিয়ে দেন। তাতেও চাঁদের ভ্রুক্ষেপ নেই। দেবাদিদেব নিরুপায় হয়ে ইন্দ্রলোকের শাপভ্রষ্ট নট-নটী উষা ও অনিরুদ্ধকে মর্ত্যালোকেজন্ম দিয়ে পাঠিয়ে দেন। বহুকাল পরে হঠাৎ চাঁদের ঘরে সোনার চাঁদ ছেলে লখীন্দরের জন্ম হয়। যেমন তার স্বাস্থ্য, তেমন তার গুণ, সর্বকার্য্যে সুনিপুন। বয়ঃপ্রাপ্তির সংগে সংগে বাবা তাকে উজান নগরে জঙ্গল কেটে নগর বসাতে পাঠিয়ে দেন এবং যথাকালে সেখানে নগর পত্তন করে লখীন্দর ব্যবসায় নেমে পড়েন। একদিন সায়সদাগরের রূপসী কন্যা বেহুলা সওদা করতে এসে লখীন্দরকে দেখতে পায়।—লখীন্দর বেহুলাকে দেখে অবাকহয়। যেন দুজন-দুজনের অনেক কালের চেনা। লখীন্দরের বুক তোলপাড় করে ওঠে। এদিকে চাঁদসদাগর পরিণত ছেলের শুভ পরিণয়ের কথা চিন্তা করে পাত্রীর খোঁজে দিকে দিকে লোক পাঠান। অবশেষে নিছনি নগরের সায়সদাগরের কন্যা বেহুলার রূপ ও গুণে মুগ্ধ হয়ে চাঁদ তাকে পুত্রবধূ হিসেবে ঘরে তুলতে স্বীকৃত হন। শুভদিনে শুভক্ষণে বেহুলা-লখীন্দরের বিয়ে হয়ে যায়। যদিও চাঁদসদাগর লখীন্দর সম্পর্কে দৈবজ্ঞের ভবিষ্যৎ বাণী "বিয়ের রাতেই সর্পাঘাতে লখীন্দরের মৃত্যু হবে"—ভোলেননি তবুও নিজ সিদ্ধান্তে তিনি অটল থেকে বিশ্বকর্মাকে দিয়ে হেথাল গাছে ভরা সাঁতাল পর্বতে লৌহবাসরের আয়োজন করেন। মনসা দেবীও প্রতিকূল অবস্থা দেখে বিশ্বকর্মাকে ভয় দেখিয়ে লৌহবাসরের এককোণে একটি ছিদ্র রাখার নির্দেশ দেন। নির্ধারিত দিনে লৌহবাসরে বেহুলা-লখীন্দরের বাসরসজ্জা সাজানো হয় আর বাইরে থেকে চাঁদসদাগর ও মশালধারী রক্ষীবাহিনীরা পাহারা দিতে থাকেন। বিষধর ভূজঙ্গেরা সাঁতালের গন্ধে, ময়ুর আর নেউলের দাপটে বার বার আসে আর ফিরে যায়। কিছুতেই লৌহবাসরে ঢুকতে পারে না। এমতাবস্থায় বিষহরি মহাচিন্তায় পড়েন। শেষে নেতা ধোপানীর পরামর্শে ইন্দ্র, পবন আর বরুণকে স্মরণ করে প্রবল প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের সূচনা করে। চাঁদসদাগর এবং তাঁর সঙ্গী সাথীরা এই দুর্য্যোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। ওদিকে বাসর ঘরে ঠাণ্ডার আমেজে বেহুলা-লখীন্দর অসাড় ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আর ঐ অবসরে কালনাগিনী বাসরঘরের ছিদ্রপথে ঢুকে লখীন্দরকে ছোবল মারে। বিষের জ্বালায় লখীন্দর আর্তনাদ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। বেহুলার আর্তচীৎকারে আকাশ-বাতাস ধ্বনিত হয়। চাঁদসদাগর স্তম্ভিত হয়ে যান। বেহুলার ব্যাকুল কান্নায় আকুল হয়ে স্বয়ং মনসা এসে অলক্ষ্যে বেহুলাকে জানিয়ে যান ছয় মাসকাল ভেলায় ভেসে স্বর্গে গেলে বেহুলা তার স্বামীর প্রাণ ফিরে পাবে। কিন্তু সমাজপতিরা বাধা দেন। মৃত স্বামীর শব স্বর্গে নিয়ে যেতে হলে বেহুলাকে সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।—অবশেষে কি হোল ? —বেহুলা কি সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরে পেতে স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছুতে পেরেছিল ? —চাঁদসদাগর কি তাঁর সমস্ত দম্ভ ভুলে মা মনসার পূজো দিয়েছিল ?

সঙ্গীত

এক

বন্দিব বন্দিব আজি যন্ত্রে দিয়া মা
হংসাসনে অধিষ্ঠিতা জগৎ গৌরী মা
জয় জগৎ গৌরী মা।
হরের দুহিতা সে যে বিষহরি নাম
হরণ করিছে বসি বিষ অবিরাম
জয় জগৎ গৌরী মা।
জগৎকারু মুনিসনে হল পরিণয়
জন্মিল আস্তিক ঋষি পদ্মার তনয়।
নাগমাতা বলি তার কত কীর্তিগাঁথা
ভক্তিপুরসর চিতে কহিব সেই কথা
জয় জগৎ গৌরী মা।

দুই

জয় নিত্য সত্য শিব সুন্দর
শিব সুন্দর
জয় জয় জয় জয় জয় জয় জয় জয় মহেশ্বর
ত্রিকালের ঋষি তুমি
আঁধারের শশী তুমি
তুমি সূর্য্য চির ভাস্কর
জয় জয় জয় জয় জয় জয় মহেশ্বর
সাগর মন্থন কালে
গরল কণ্ঠে নিলে
তোমার মহিমা অবিনশ্বর
তুমিই স্পন্দিলে নাথ
বিধাতার বিধিমত
অতল পাতাল ভেদ করি
ভেদ করি ভেদ করি
তোমার মানস সূতা
উনকোটি নাগ মাতা
মনসা পদ্মা বিষহরি
তোমার করুণা রাশি
ত্রিলোকে রয়েছে মিশি
পতিতের তুমি জগদীশ্বর
জয় নিত্য সত্য শিব সুন্দর
শিব সুন্দর
জয় জয় জয় জয় জয় জয় মহেশ্বর।

তিন

আমি সজনী সেজেছি মধু রজনীতে
আমি করবী বেঁধেছি ফুল করবীতে
কার লাগি বলো ওগো তুমি
আমার এ দেহে
আমার এ দেহে
আমার এ দেহে
নব ফাগুনের শয্যা
কামনা জড়ানো হৃদয়ে গোপন লজ্জা
অধরে খুশীর মদিরা
অধরে খুশীর মদিরা আমার
আঁচল ছুয়েছে বনভূমি
আমি সজনী সেজেছি মধু রজনীতে।
আমার এ মনে
আমার এ মনে
আমার এ মনে
বন কুসুমের গন্ধ
চরণে চপল চটুল হরিনী ছন্দ।
মায়াবী কাজল পরেছি নয়নে
দুলিছে দোদুল বনভূমি
কার লাগি বলো ওগো তুমি বলো
আমি সজনী সেজেছি মধু রজনীতে।

চার

জয় জয় শিব, জয় জয় শম্ভু
জয় জয় শিব, জয় জয় শম্ভু
সপ্তডিঙ্গা ভাসালাম রে
কালীদহের জলে
আগে ভাগে মধুকর
সবাই নিজে চলে।
ধবল পালে অমল হাওয়া
পবন দেহের আসা যাওয়ার
ঢেউ লেগেছে উজান স্রোতে
তুফান সাগর জলে।
গঙ্গা আমার মা জননী
পার করে দাও পথ
চাঁদ সদাগর পূজা দেবেন
পুরলে মনোরথ।
চাঁদ ডুবে যায় সূরজ ওঠে
বৈঠা নামে বৈঠা ওঠেরে
ডাইনে বায়ে অচীন গ্রামে
নৌকা ভেসে চলে।

পাঁচ

আমাদের লখার হবে বিয়ে
টোপর মাথায় দিয়ে
পাগড়ী তাই খুঁজে বেড়ায়
মাগড়ী পরা মেয়ে।
চেয়েছিল লঙ্কা হীরে
দিয়েছিনু মুড়কি চিড়ে
তাই ভীড়ের মধ্যে ফিরে গেছে
ভিন্ দেশী কোন্ নায়ে
ফটক থেকে—দেখে এলাম
ঘটক চুড়ামণি
যৌতক মিলের পাত্রী খুঁজে
হালে পায়না পানি।
হালে লাগে লখীন্দর
পেয়েছিল স্বপ্নে যারে
তার দেখা পেলে পড়ে যেতুম
আলতা পরা পায়ে।

ছয়

রিনি ঝিনি বাজে কিংকিনী বাজে
ছম্ ছম্ বাজে কঙ্কন
আজি নৃত্যে কলনীতে মুখরিত এই প্রাঙ্গণ
চারু চর্চিত মুখ রঞ্জিত চন্দন আঁকা ভালে
কল কল্লোলে তনু হিল্লোলে ছন্দের তালে তালে
সুর সংগীতে নব ভঙ্গিতে ছড়ালো যে রাঙা রঞ্জন
পিক কুঞ্জরে বীনা গুঞ্জরে বসন্ত এলো দ্বারে
চিত চঞ্চল মন অঞ্চল কম্পিত লাজ ভারে
সুর সংগীতে, দেহ ভঙ্গিতে তরু শাখে ফোটে রঙ্গন।

সঙ্গীত

সাত

জাগো দেবগণ
জাগো বরুনপবন
এসো এসো আজ
ওগো নটরাজ
দুখিনী দুহিতা আমি
দাও দরশন।
এসেছে প্রলয় সাজে
জয় নটরাজ
নাচে আজ তাথৈ তাথৈ
বাজে তার আয়ুব ত্রিশূল
হাতে দালো ডমরু ওই
জেগেছে শঙ্কাহরণ
লেলিহান অগ্নিশিখায়
জানিনা মরণ বাঁচন
কি আছে ললাট লিখন।
জাগো নারায়ণ
বারিদ বরণ
মলয় পবন
বজ্র ধারণ।

আট

ওগো দুখহরা
মাগো বসুন্ধরা
তব করুণাধারা
আজি কর বরিষণ
যদি এ সোহাগমন
বিবাগী হয় এখন
জানকীর মত করে
বক্ষে ধরিল।

সঙ্গীত

নয়

মা, মাগো
জগত গৌরী মা
কতদূরে আছো তুমি
কতদূরে আর
কেমনে পার হব আমি
অকূল নীরাকার
স্বর্গ কোথায় জানিনা মা
চিনিনা যে পথ আমি
তোমারই চরণ স্মরণ করি
চলেছি যে দিবস যামী
কান্না আমার শোননা কি
তাকিয়ে বারে বার
আঁধার যদি হয়গো আকাশ
বাতাস ওঠে ভারী

মাগো যেন তোমার কাছে
পৌছে যেতে পারি
শেষ যে কোথায় জানিনা মা
কোথায় যে পাব সেই দেশ
অনেক বিপদ পথের মাঝে
কবে যে হবে মা শেষ
শ্রান্ত আমি বোঝ না কি
সহিব কত আর।

দশ

দুখিনী দুহিতা আমি
লহ প্রণাম।
অশ্রুজলে আজি অর্ঘ দিলাম।
জীবনের রূপ রঙ
নেই কিছু আর
আলো নিভে গেছে চোখে
শুধু আঁধিয়ার
হাসি চেয়ে কেন আমি
কান্না পেলাম।
কতো ব্যথা নিয়ে আমি এসেছি
ওগো দেবতা আমার
দূর করো ব্যথা ভার
তব কৃপা জেনে সবই সয়েছি।
ভিখারিনী আমি আজ
বড় অসহায়
কোথা যাব কার কাছে
কি করি উপায়
সুখ চেয়ে কেন আমি
দুঃখ পেলাম।

অভিনয়ে :

অভি ভট্টাচার্য্য। সুব্রতা চ্যাটার্জী। সতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য। তরুণকুমার
সুখেন দাস। প্রিয়া চ্যাটার্জী। গীতা নাগ। শিপ্রা মিত্র। হিমানী গাঙ্গুলী
মন্মথ মুখার্জী। আনন্দ মুখার্জী। প্রদ্যোৎ চ্যাটার্জী। ভোলা বসু। দুলাল আঢ্য
শিবশঙ্কর চ্যাটার্জী। গোবিন্দ চক্রবর্তী। ননী গাঙ্গুলী। মিঠু চ্যাটার্জী। অমিয় দাস
মিস্ চন্দ্রকলা। শান্তি পাল। নারায়ণ ভট্টাচার্য্য। বিনয় মিত্র। কালী ব্যানার্জী
তপন চ্যাটার্জী। কাজল। হাসি। ডলি। সান্ত্বনা। চৈতালী। শিবানী। মুক্তি। মমতা
বিমল। জীতেন পাল। দিলীপ। প্রদীপ। রথীন। আদিনাথ। ফণী। পিন্টু ঘটক
সতু। পরেশ। প্রত্যুষ। নন্দ। জীবন গুহ। বিজয়। সমীর ঘোষ। মনু মুখার্জী
ইয়াসসিন্। মাঃ জয়দীপ কর্মকার। কুমারী শর্মিষ্ঠা দে এবং
মহুয়া রায়চৌধুরী ও নবাগত দেবাশীষ মল্লিক

বিশ্ব-পরিবেশনা ঃ
দীনেশ চিত্রম্